20958 - ক্ষুধা ও বায়ু চপেে রাখা ব্যক্তরি নামায

প্রশ্ন

নামায চলাকালীন বা নামাযরে আগে ওযু টকিয়িে রাখার জন্য বায়ু চপেে রাখা কি বধৈ?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বলনে: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে: "খাবাররে উপস্থতিতিে নামায নইে এবং পশোব-পায়খানাকে আটকে রখেে নামায নইে।" [হাদীসটি মুসলমি (৫৬০) বর্ণনা করছেনে]

শাইখ মুহাম্মাদ আস-সালহে আল-উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: "যদি রাতরে খাবার আনা হয় এবং ব্যক্তরি খাওয়ার চাহদিা থাকে সে কি খাবার খাওয়া শুরু করবে; যদি এতে করে ওয়াক্ত শষে হয়ে যায় তবুও?"

তনিি উত্তর দনে: "বষিয়টা মতভদেপূর্ণ। কছিু আলমে বলনে: নামায পরে পড়বে; যদি প্রস্তুতকৃত খাবার, পানীয় বা অন্য কছিুতে মন আটকে থাকে; এমনকি তাতে যদি ওয়াক্ত বরেয়িওে যায় তবুও।

কন্তিু অধকিাংশ আলমে বলনে: রাতরে খাবার প্রস্তুত হলওে নামাযকে ওয়াক্ত থকেে দরেী করে পড়ার ওজর দওেয়া যাবে না। বরং খাবাররে উপস্থতিকিে জামাতে নামাযরে ক্ষত্রেে ওজর দওেয়া হবে। অর্থাৎ মানুষরে সামনে যদি রাতরে খাবার উপস্থতি হয় এবং খাবাররে মধ্যে তার মন আটকে থাকে তখন সে জামাত ত্যাগরে ওজর পাবে। সে খয়েে নবি, তারপর মসজদিে যাবে। যদি জামাত পায় তাহলে ভালো, না পলেে তার গুনাহ হবে না।

কন্তিু এটাকে অভ্যাস বানয়িে নওেয়া যাবে না; অর্থাৎ সবসময় নামাযরে ওয়াক্তইে রাতরে খাবার আনা। কনেনা এর অর্থ হলো পরকিল্পতিভাবে জামাত ত্যাগ করা। কন্তিু যদি কাকতালীয়ভাবে এটা হয়ে যায় তাহলে সে জামাত ছাড়ার ওজর পাবে। পরতিৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সে খাবে। কারণ এক বা দুই লোকমা খলেে হয়তো খাবাররে প্রতি তার টান আরও বড়েে যাবে।

তবে অন্নহীন জরুরী পরস্থিতিরি শকিার ব্যক্তরি হুকুম এর বপিরীত। সে যদি মৃত প্রাণীর মত হারাম কছিু পায় আমরা কি তাকে বলব: আপনি যদি মৃত প্রাণী ছাড়া কছিু না পান এবং নজিরে মৃত্যু বা ক্ষতরি আশঙ্কা করনে; তাহলে পরতিৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত খাবনে? নাকি আমরা তাকে জরুরত অনুপাতে খতেে বলব?

আমরা তাকে বলব: আপনি জরুরত অনুপাতে খাবনে। অর্থাৎ যদি দুই লোকমা আপনার জন্য যথষ্টে হয়, তাহলে তৃতীয় লোকমা খাবনে না।

যে বষিয়গুলো মানুষরে মনোযোগ নষ্ট করে, যমেন: পশোব, পায়খানা ও বায়ু; সগেুলোও কি রাতরে খাবাররে হুকুমে পড়বে?

উত্তর: হ্যাঁ। সগেুলোও খাবাররে হুকুমরে অন্তর্ভুক্ত হবে। সহীহ মুসলমিে আছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "খাবাররে উপস্থতিতিে নামায নইে এবং দুই অপবত্রিতাকে আটকে রখেওে নামায নইে।" দুই অপবত্রিতা বলতে পশোব ও পায়খানা উদ্দশ্যে। বায়ুও একই হুকুমে পড়বে।

সুতরাং মূলনীতি হলো: যা কছিু নামাযে মনোযোগ আনার ক্ষত্রেে প্রতবিন্ধক হয়, সটো কাঙ্ক্ষতি কছিু হলে যার সাথে অন্তর আটকে থাকে, আর অনাকাঙ্ক্ষতি কছিু হলে যা নয়িে অন্তর উদ্বগ্নি থাকে; নামাযে প্রবশে করার আগে সটো থকেে ব্যক্তি নজিকেে মুক্ত করে নবিে।

এখান থকেে আমরা একটা শক্ষিা পলোম: নামাযরে সারবস্তু ও প্রাণ হল অন্তররে উপস্থতি। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ নামাযে প্রবশে করার আগে সকল প্রতবিন্ধক দূর করার নর্দিশে দয়িছেনে।"[ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন: (১৩/ প্রশ্ন: ৫৮৮)]

শাইখকে এটাও জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: "কোন ব্যক্তি যদি পশোব-পায়খানার বগে চপেে রাখে, আর আশঙ্কা করে যে টয়লটে সারলে তার জামাত ছুটে যাবে, তাহলে কি সে জামাত পাওয়ার জন্য বগে নয়িে নামায আদায় করবে? নাকি জামাত ছুটে গলেওে টয়লটে সারবে?

তনিি উত্তর দনে: সে টয়লটে সরেে ওযু করবে; যদি এতে তার জামাত ছুটে যায় তবুও। কারণ এটি ওজর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলহিি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "খাবাররে উপস্থতিতিে নামায নইে এবং পশোব-পায়খানাকে আটকে রখেে নামায নইে"।" [ফাতাওয়াশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন: (১৩/ প্রশ্ন: ৫৮৯)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।